ধর্ষণেও রক্ষা পায় নি, ধর্ষকরা গলা টিপে হত্যা করেছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ধর্ষণের শিকার হয়েও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের স্কুলছাত্রী বিটুনী অশ্রু ডি সিলভা শেষ রক্ষা পেল না। স্থানীয় সন্ত্রাসী মেহেদী গ্রুপ রাতের আঁধারে ঘরে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে ধর্ষণ করে মুখে বিষ ঢেলে দেয়। বিটুনীকে ধর্ষণের আগে ওই সন্ত্রাসীরা তার মাকেও ধর্ষণ করে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হলে সন্ত্রাসীরা হাসপাতালের বেডে শ্বাসরোধ করে বিটুনীর মৃত্যু নিশ্চিত করে। এই লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ভাদার্তী গ্রামে। শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন ধর্ষিতার পিতা জেমস ডি সিলভা। এ সময় বিটুনীর পিতামাতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, সন্ত্রাসীরা এতই প্রভাবশালী যে, ঘটনার ৫ দিন পর থানায় মামলা হলেও তারা এলাকায় বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থানা পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করায় তারা এখন পুরো পরিবারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে বলে জেমস ডি সিলভা অভিযোগ করেন। সন্ত্রাসীদের ভয়ে স্ত্রী ও অন্য সন্তানদের নিয়ে তিনি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেমস। এসময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী, মেয়ে সেতু ডি সিলভা (১১), ছেলে জয় ডি সিলভা (৭) ও অর্ণব (৩)। সংবাদ সম্মেলনে ধর্ষিত মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ৩০ এপ্রিল রাতে সন্ত্রাসীরা তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে। এ সময় তিনি ঘর থেকে বের হলে সন্ত্রাসীরা পিস্তল ঠেকিয়ে তাঁকে জিম্মি করে ঘরে প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে ৮ম শ্রেণী পড়ুয়া মেয়ে বিটুনী অশ্রু ডি সিলভার (১৪) সামনে তাকে ধর্ষণ করে। মেয়ে এ সময় মাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তারা মাকে বাথরুমে নিয়ে আটকে রাখে এবং স্কুলপড়ুয়া ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী বিটুনী ডি সিলভাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং এক পর্যায়ে বিটুনীর মুখে বিষ ঢেলে দেয়। পরদিন সকালে তার মা ঢাকায় অবস্থানরত স্বামী জেমসকে ফোনে ঘটনা অবহিত করেন। ইতোমধ্যে ধর্ষিত মেয়ে বিটুনীকে মা থানা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। ধীরে ধীরে বিটুনী সুস্থ হয়ে ওঠে। সকাল ৯টা পর্যন্ত সে ভালভাবে কথা বলছিল। এর মাঝে হাসপাতালে ধর্ষক মেহেদী (২৪), দুলাল (২৮), রাসেল (২০), সোহেল, জেসিকা বিটুনীর কাছে যায়। হাসপাতালে ধর্ষণের ঘটনাটি ফাঁস হয়ে গেলে মেহেদী ও তার সঙ্গীরা জেমসের ধর্ষিত স্ত্রীকে ওষুধ আনতে ফার্মেসিতে পাঠায়। এই সুযোগে মেহেদী ও তার সঙ্গীরা যোগসাজশে বিটুনীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। মা ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে দেখতে পান বিটুনীর নিস্তেজ নিথর দেহ নিয়ে মেহেদীরা বসে আছে। অসহায় মা মেয়ের নিথর দেহ নিয়ে আহাজারী করলে মেহেদী, জেসিকা, দুলাল, রাসেল, সোহেল সটকে পড়ে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সংবাদকর্মী আল আমিনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, হাসপাতালে মেহেদী বিটুনীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। বিটুনীর পিতা জেমস সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন, থানায় মামলা করতে গেলে তুমুলিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আবু বক্কর বাক্কু আসামীদের পক্ষ নিয়ে থানায় মামলা না করার জন্য চাপ দেন ও থানা কম্পাউন্ডে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার ৫ দিন পর ওসি খন্দকার মিজান তার (জেমসের) ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনগড়া মামলা করান। একই সঙ্গে তিনি নিজেই মামলা তদন্তের দায়িত্ব নেন। এই অবস্থায় জেমস ডি সিলভা মেয়ে হত্যার বিচার চেয়ে দ্রুত আসামীদের গ্রেফতার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তনের জোর দাবি জানান।